আহলুল হাদীছদের আক্বীদাহ

আবূ বাকর আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আল-ইসমাঈলী

[২৭৭-৩৭১ হি.]

اعتقاد أئمة أ هل الحديث

আহলুল হাদীছদের আক্বীদা

للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي

আবূ বাকর আহমাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু ইসমা‘ঈল ইবনুল ‘আব্বাস আল-ইসমাঈলী (মৃতঃ ৩৭১ হিজরী)

الترجمة :عبد الله المأمون

অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
এম. টি. আই. এস, এম. ফিল (গবেষক)
আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

المراجعة : الأستاذ الدكتور الشيخ أبو بكر محمد زكريا

সম্পাদনাঃ শাইখ প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر :مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৩০ (ত্রিশ) টাকা।

সূচিপত্র

قال ابن قدامة أخبرنا الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن مطر الهاشمي، قال أنبأ أبو الحسن على بن محمد الجرجاني، أنبأ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال:

ইবনু ক্বুদামাহ বলেন: আমাদেরকে শরীফ আবুল আব্বাস মাস‘উদ ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ ইবনু মাত্বার আল-হাশিমী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবুল হাসান ‘আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-জুরজানী সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবুল ক্বাসিম হামযাহ ইবনু ইউসুফ আস-সাহামী সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ বাকর আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আল-ইসমাঈলী আমাদেরকে বলেছেন।

أصول الاعتقاد عند أهل الحديث

আহলুল হাদীছদের আক্বীদার মূলনীতি

اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وصحت به الرواية عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا معدل عن ما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم.

১। তোমরা জেনে রেখ - আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে রহম করুন - নিশ্চয় আহলুল হাদীছ - আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মাযহাব হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলগণের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয়া। আর আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন যা বলেছে এবং আল্লাহর

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা গ্রহণ করা। তাতে উল্লেখিত বিষয়ের কোন পরিবর্তন হবে না এবং সেটা প্রত্যাখ্যানেরও কোন রাস্তা নেই। যেহেতু তারা আদিষ্ট হয়েছে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণের জন্য, তাদের হিদায়াতও এদু'টির সাথেই যুক্ত, তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে যে, তাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বিরাতুম মুসতাকীমের (সরল ও সুদৃঢ় পথ) পথ দেখান। সেই সাথে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে রসূলের বিরোধিতা করলেই ফিতনা ও কঠোর আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে।

القول في الأسماء والصفات

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আলোচনা

ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خلق آدم بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش، بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه.

২। আহলুল হাদীছগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুন্দর নামসমূহ দ্বারা অভিহিত এবং তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি গুণান্বিত। যে নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি নিজেকে নামকরণ ও গুণান্বিত করেছেন অথবা তাঁর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নামকরণ ও গুণান্বিত করেছেন। (উক্ত গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে) আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর হাত দু'টি প্রসারিত, তিনি যেভাবে ইচ্ছা খরচ করেন, তবে তার হাতের কোনরূপ ধরন নির্ধারণ করা ব্যতীতই তা বিশ্বাস করেন। (আরো বিশ্বাস করেন যে) আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর উঠেছেন। তবে সে উপরে উঠা কোনরূপ ধরন নির্ধারণ করা ব্যতীতই তা বিশ্বাস করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে এতটুকুই বলে শেষ করেছেন যে, তিনি আরশের উপর উঠেছেন, এটা বলেননি যে তাঁর উঠার ধরন কেমন ছিল।

ذكر بعض خصائص الربوبية

রুবুবিয়্যাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের আলোচনা

وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا معنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون.

৩। আহলুল হাদীছগণ আরো বিশ্বাস করেন যে, তিনিই তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির মালিক। তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যা সৃষ্টি করেছেন তার কাছে কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই। এমন কোনো উদ্দেশ্যও ব্যতীত যা তাঁকে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করতে আবেদন জানিয়েছে। বরং তিনি যা ইচ্ছা তা সম্পাদনে মহা-কার্যক্ষম। তিনি যেমন ইচ্ছা হুকুম জারী করেন, তিনি যা করেন উক্ত কর্ম সম্পর্কে (কখনো) জিজ্ঞাসা করা হবে না। বরং সকল সৃষ্টিই তারা যা করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلا

আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ ও তাঁর সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্তকরণ

وأنه مدعو بأسمائه، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بنقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك.

৪। হাদীছের ইমামগণ আরো বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নামসমূহ দ্বারা অভিহিত এবং তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি গুণান্বিত। যে নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি নিজেকে নামকরণ ও গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নামকরণ ও গুণান্বিত করেছেন। আসমান ও যমীনের কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। কোন কমতি, দোষ-ক্রটি বা আপদের দ্বারা তাঁকে গুণান্বিত করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব থেকে বহু উর্ধ্বে।

إثبات صفة اليدين

দুই হাত সংক্রান্ত গুণের সাব্যস্তকরণ

وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف.

ولا يعتقد فيه الأعضاء، والجوارح، ولا الطول والعرض، والغلظ، والدقة، ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام.

৫। হাদীছের ইমামগণ আরো বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর হাত দু'টি প্রসারিত, তিনি যেভাবে ইচ্ছা দান করেন, তবে তাঁর হাত দু'টির ব্যাপারে কোনো রূপ ধরন নির্ধারণ করা ব্যতীত বিশ্বাস করা; যেহেতু আল্লাহর কিতাব (কুরআন) আমাদেরকে এ ব্যাপারে কোনো ধরনের কথা জানায়নি।

৬। আর এ ব্যাপারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, সুক্ষ্ম-স্থুল ইত্যাদি যা সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে এমন কোনো কিছু বিশ্বাস রাখা যাবে না। কেননা তাঁর মত কেছুই নেই। সন্মান ও মর্যাদার অধিকারী আমাদের রবের চেহারা মহিমান্বিত হোক!

ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء مخلوقة.

৭। আর আহলুল হাদীছগণ মু'তাযিলা, খারিজী ও অন্যান্য প্রবৃত্তির অনুসরণকারী সম্প্রদায়ের মত আল্লাহর নামসমূহকে মাখলূক্ব (সৃষ্ট) বলেন না।

قولهم في صفة الوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة والكلام

আল্লাহর চেহারা, শ্রবণ, দর্শন, জ্ঞান, ক্ষমতা ও কথা বলার ছিফাত বা গুণাবলীর ব্যাপারে আয়িম্মাতুল হাদীছের বক্তব্য

ويثبتون أن له وجها، وسمعا، وبصرا، وعلما، وقدرة، وقوة، وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تعالى: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧] وقال: ﴿أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ﴾ [النساء: ١٦٦] وقال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقال: ﴿فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠] وقال: ﴿وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْي۟دٍ﴾ [الذاريات: ٤٧] وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥] وقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]

৮। অনুরূপ হাদীছের ইমামগণ আরো সাব্যস্ত করেন যে, আল্লাহর রয়েছে চেহারা, শ্রবণ, দর্শন, জ্ঞান, ক্ষমতা, শক্তি ও কথা বলার গুণ। তাদের বক্তব্য বিভ্রান্ত মু'তাযিলা ও অন্যান্যদের মত নয়। বরং তারা তেমনটি বলেন যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ﴾

“তোমার রবের (সত্তাসহ) চেহারা অবশিষ্ট থাকবে।[১]”

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ﴾

“তিনি তা নাযিল করেছেন তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে।[২]”

---

[১] সূরা আর-রহমান: ২৭।
[২] সূরা আন নিসা: ১৬৬।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾

"তারা আল্লাহর জ্ঞানের কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না, তবে তিনি যতটুকু চান তা ছাড়া।[৩]"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহই সকল ইজ্জত (সন্মান ও ক্ষমতা) এর অধিকারী ।[৪]"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْي۟دٍ﴾

"আর আসমান, তা তো আমরা নির্মাণ করেছি আমাদের ক্ষমতাবলে।[৫]"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾

"আর তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী।[৬]"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾

---

[৩] সূরা আল বাক্বারা: ২৫৫।
[৪] সূরা ফাত্বির: ১০।
[৫] সূরা আয-যারিয়াত: ৪৭।
[৬] সূরা ফুসসিলাত: ১৫।

“নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই রিযিকদাতা, প্রবল শক্তিধর-পরাক্রমশালী।[৭]”

فهو تعالى ذو العلم، والقوة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، كما قال تعالى: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ [طه: ٣٩] ﴿وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ [هود: ٣٧] وقال: ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] وقال: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] وقال: ﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]

সুতরাং (এখান থেকে জানা গেল) আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞান, শক্তি, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন এবং কথা (কথা বলার সক্ষমতা) এর অধিকারী। যেমনটি আল্লাহ বলেন:

﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾

“এবং যেন তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।[৮]”

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾

“আর তুমি আমাদের চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে এবং আমার অহী মোতাবেক নৌকা নির্মাণ কর।[৯]”

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾

---

[৭] সূরা আল-যারিয়াত: ৫৮।
[৮] সূরা ত্বহা: ৩৯।
[৯] সূরা হুদ: ৩৭।

"যতক্ষণ না সে আল্লাহর আল্লাহর কথা (কালাম) শোনে।[১০]"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا﴾

"তিনি মূসার সাথে ভালভাবেই কথা বলেছেন।[১১]"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾

"নিশ্চয়ই তাঁর বিষয়টি এমন যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়।[১২]"

إثبات المشيئة

আল্লাহর ইচ্ছা সাব্যস্তকরণ

ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: (ما شاء الله كان، وما لا يشاء لا يكون)، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]

৯। আয়িম্মাতুল হাদীছগণ বলেন যা মুসলিমগণ বলেন: 'আল্লাহ যা চেয়েছেন তা হয়েছে, তিনি যা চান না তা হয় না।' যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾

"আর তোমরা কিছুই ইচ্ছা করতে পার না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন।[১৩]"

---

[১০] সূরা আত-ত্বাওবাহ: ০৬।
[১১] সূরা আন নিসা: ১৬৪।
[১২] সূরা ইয়াসিন: ৮২।
[১৩] সূরা দাহর/ইনসান: ৩০।

علم الله

আল্লাহর জ্ঞান

ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب.

১০। আয়িম্মাতুল হাদীছগণ বলেন, কারো জন্য আল্লাহর জ্ঞান থেকে বাইরে যাওয়ার কোনো পন্থা নেই। কারো কাজ বা ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হতে পারে না। আর না কেউ আল্লাহর জ্ঞানকে পরিবর্তন করতে পারে। কেননা তিনি জ্ঞানী, কোনো কিছু সম্পর্কে অজ্ঞ নন, আর না তিনি ভুলে যান । তিনিই প্রবল ক্ষমতাধর তাঁর উপরে কেউ বিজয়ী হতে পারে না।

القرآن كلام الله

কুরআন আল্লাহর বাণী

ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما كيفما يصرف بقراءة القارئ له، وبلفظه، ومحفوظا في الصدور، متلوًا بالألسن، مكتوبًا في المصاحف، غير مخلوق، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن، فهو قد قال بخلق القرآن.

১১। আয়িম্মাতুল হাদীছগণ আরো বলেন, কুরআন আল্লাহর বাণী, মাখলূক্ব নয় এবং এটা যেভাবেই ক্বারী তার ক্বিরআতের মাধ্যমে, তার উচ্চারণের মাধ্যমে, অন্তরে সংরক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে, জিহ্বায় তিলাওয়াতের মাধ্যমে, মাছ্বহাফে লিপিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে যেভাবেই কাজ করা হোক, তা মাখলূক্ব নয়। আর যে ব্যক্তি কুরআনের উচ্চারণকে মাখলূক্ব বলবে আর এটা দ্বারা সে কুরআনকে উদ্দেশ্য করবে, তবে তো সে কুরআনকে সৃষ্ট হওয়ার কথাই[১৪] বলল।

[১৪] অর্থাৎ সে কুরআনকে মাখলূক বলল। যা মু'তাযিলাদের কাছ থেকে আসা একটি স্পষ্ট ভ্রান্তি ও কুফুরী মতবাদ।

أفعال العباد مخلوقة لله

বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি

ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل، ولا عذر، كما قاله الله عز وجل: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩] وقال: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَٰلَةُ﴾ [الأعراف: ٢٩ - ٣٠] وقال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩] وقال: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ﴾ [الحديد: ٢٢] ومعنى "نَّبْرَأَهَآ" أي نخلقها وبلا خلاف في اللغة، وقال مخبرًا عن أهل الجنة: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣] وقال: ﴿أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١] وقال: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩]

১২। আয়িম্মাতুল হাদীছগণ আরো বলেন, বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো খালিক্ব (সৃষ্টিকর্তা) নেই এবং বান্দার অর্জিত প্রতিটি কাজ আল্লাহর মাখলূক্ব বা সৃষ্ট। (তাঁরা আরো বলেন) নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন, যাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন। (তবে) যাকে আল্লাহ পথচ্যুত করেছেন তার জন্য (আল্লাহর বিপক্ষে) কোনো দলীল পেশ করার অধিকার নেই আর না কোনো ওযর। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

“বল! চূড়ান্ত দলীল আল্লাহরই। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সবাইকেই হিদায়াত দিয়ে দিতেন।[১৫]”

তিনি আরো বলেন:

﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾

“তিনি তোমাদেরকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবেই তোমরা ফিরে আসবে। তিনি একটি দলকে হিদায়াত দিয়েছেন অপর একটি দলের উপর পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে।[১৬]”

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ﴾

“আর আমি অসংখ্য জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য।[১৭]”

তিনি আরো বলেন:

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ﴾

“যমীনে এবং তোমাদের অন্তরে এমন কোন বিপদই আপতিত হয়নি, যা ইতিপূর্বে আমি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখিনি।[১৮]”

তিনি আরো বলেন:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি আমাদেরকে এই পথের হিদায়াত দিয়েছেন, যদি না আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দান করতেন তবে আমরা হিদায়াত পেতাম না।[১৯]”

---

[১৫] সূরা আল-আন‘আম: ১৪৯।

[১৬] সূরা আল-আ‘রাফ: ২৯-৩০।

[১৭] সূরা আল-আ‘রাফ: ১৭৯।

[১৮] সূরা আল-হাদীদ: ২২।

[১৯] সূরা আল-আ‘রাফ: ৪৩।

তিনি আরো বলেন:

﴿أَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۗ﴾

“ (তারা জানে যে) যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তিনি সকল মানুষকেই হিদায়াত দিয়ে দিতেন।[২০]” তিনি আরো বলেন:

﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ﴾

“আর যদি তোমার রব ইচ্ছা করতেন তাহলে সকল মানুষকে একটি উম্মাতে পরিণত করতেন। (কিন্তু) তারা পরষ্পরে মতভেদকারী হিসেবেই রয়েছে তবে যাদেরকে আল্লাহ রহমত করেছেন তারা ছাড়া।[২১]”

الخير والشر بقضاء الله

ভালো এবং মন্দ আল্লাহর ফয়সালার কারণেই

ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر، بقضاء من الله عز وجل، أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل، لا غنى لهم عنه في كل وقت.

১৩। আয়িম্মাতুল হাদীছগণ আরো বলেন: নিশ্চয় (তাক্বদীরের) ভালো-মন্দ ও মিষ্টতা-তিক্ততা আল্লাহর নিকট হতে আগত ফয়সালার মাধ্যমেই (নির্ধারিত) হয়। তিনিই সেটাকে অনুমোদন ও নির্ধারণ করেছেন। (যারা তাঁর সৃষ্ট) তারা তাদের নিজেদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, তবে যা আল্লাহ চান, সেটা ব্যতীত। তারা মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কোনো সময় তারা আল্লাহর তা'আলা থেকে অমুখাপেক্ষি হতে পারে না।

[২০] সূরা রা'দ: ৩১।
[২১] সূরা হূদ: ১১৮-১১৯।

النزول إلى السماء الدنيا

নিকটতম আসমানে আল্লাহর নেমে আসা

وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بلا اعتقاد كيف فيه.

১৪। আয়িম্মাতুল হাদীছগণ আরো বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে নেমে আসেন। যেমনটি রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ছ্বহীহভাবে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তবে তারা এটাকে কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতীতই সাব্যস্ত করেন।

رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة

আখিরাতে মুমিনগণ কর্তৃক তাদের রবকে দেখা

ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة، دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابًا له في الآخرة، كما قال: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣] **وقال في الكفار: ﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾** [المطففين: ١٥] **فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه، كانوا جميعا عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف.**

১৫। আয়িম্মাতুল হাদীছগণ মুত্তাক্বী বান্দাদের কর্তৃক ক্বিয়ামাতে আল্লাহকে দেখার বিষয়ে বিশ্বাস করেন, তবে দুনিয়াতে নয় এবং (আরো বিশ্বাস করেন যে) এটা আবশ্যক হবে তাদের জন্য, যাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে ছ্বওয়াব হিসেবে এটাকে নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আল্লাহ বলেন,

﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾

"সেদিন কোনো কোন মুখমণ্ডল উজ্জল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।[২২]" তিনি কাফেরদের ব্যাপারে আরো বলেন:

﴿ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾

"নিশ্চয় তারা তাদের রব থেকে সেদিন পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে।[২৩]"

যদি সকল মুমিন ও সকল কাফের তাঁকে দেখতে না পারত, তাহলে তো তাদের সকলেই আল্লাহ তা'আলার থেকে পর্দার আড়ালে থাকত। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁরা আল্লাহর জন্য কোনোরূপ অবয়ব অথবা সীমা নির্ধারণে বিশ্বাস করেন না। তবে তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখবেন তাদের নিজ চোখেই, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা চান, এতে তাঁর জন্য কোনো ধরন তারা নির্ধারন করেন না।

حقيقة الإيمان

ঈমানের হাক্বীক্বাত

ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كثرت طاعته أزيد إيمانًا ممن هو دونه في الطاعة.

১৬। হাদীছের ইমামগণ আরো বলেন যে, ঈমান হচ্ছে কথা, কাজ, অন্তর দিয়ে চেনার নাম। ঈমান (আল্লাহ ও রসূলের) আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কারণে তা হ্রাস পায়। যে বেশী আনুগত্য করে সে তার থেকে (তুলনামূলক) কম আনুগত্যকারী হতে বেশী ঈমানের অধিকারী।

---

[২২] সূরা আল-ক্বিয়ামাহ: ২২-২৩।
[২৩] সূরা আল-মুত্বাফফিফীন: ১৫।

قولهم في مرتكب الكبيرة

কাবীরাহ গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের মতামত

ويقولون إن أحدًا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين، لو ارتكب ذنبًا، أو ذنوبًا كثيرة، صغائر، أو كبائر، مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله، فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة، قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨]

১৭। হাদীছের ইমামগণ আরো বলেন, নিশ্চয় আহলুত তাওহীদ (তাওহীদের অধিকারী) কোনো ব্যক্তি এবং যে মুসলিমদের ক্বিবলার দিকে ছ্বলাত আদায় করে, আল্লাহর তাওহীদের উপর অটল থাকা এবং তার উপর আবশ্যকীয় বিষয়ে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তা মেনে নেওয়া সাপেক্ষে সে যদি এক বা একাধিক ছ্বগীরাহ অথবা কাবীরাহ যে গুণাহই করুক না কেন, উক্ত গুণাহের জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না। হাদীছের ইমামগণ তার জন্য ক্ষমার দু'আ করেন। কেননা আল্লাহ বলেন:

﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾

"আর শির্কের নিম্ন পর্যায়ে যা রয়েছে তা তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন।[২৪]"

---

[২৪] সূরা আন-নিসা: ৪৮।

حكم تارك الصلاة عمدًا

ইচ্ছাকৃতভাবে ছ্বলাত ত্যাগকারীর বিধান

واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: « (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) » وقوله: « (من ترك الصلاة فقد كفر) » و: « (من ترك الصلاة فقد برأت منه ذمة الله) » وتأول جماعة منهم. . . بذلك من تركها جاحدًا لها، كما قال يوسف عليه السلام: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾ [يوسف: ٣٧] ترك جحود الكفر.

১৮। কোন ওযর ছাড়া ওয়াক্ত চলে যাওয়া পর্যন্ত ফরয ছ্বলাতকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগকারী ব্যক্তির ব্যাপারে তারা মতভেদ করেছেন।

একদল তাকে কাফের বলেছেন, যেহেতু রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ছ্বলাত পরিত্যাগ করা হচ্ছে বান্দার ও কুফরের মধ্যে (পার্থক্যকারী)।[২৫]” তিনি আরো বলেন: “যে ব্যক্তি ছ্বলাত পরিত্যাগ করল, সে কুফরী করল।[২৬]” এবং “যে ব্যক্তি ছ্বলাত পরিত্যাগ করল, তার থেকে আল্লাহর জিম্মা আলাদা হয়ে গেল।[২৭]”

তাদের মধ্য হতে অন্য একটি দল এটিকে তা’ওয়ীল করেছেন, (তারা বলেন) যে ব্যক্তি ছ্বলাতকে অস্বীকার করে পরিত্যাগ করবে। যেমনটি ইউসুফ ‘আলাইহিস সালাম বলেছিলেন:

---

[২৫] ছ্বহীহ: সুনানু আবী দাঊদ, হা/৪৬৭৮, সুনানুত তিরমিযী, হা/২৬২০, সুনানু ইবন মাজাহ, হা/১০৭৮।

[২৬] ছ্বহীহ: কাছাকাছি শব্দে হাদীছটির অনেকগুলো বর্ণনা রয়েছে: সুনানুত তিরমিযী, হা/২৬২১, সুনানুন নাসাঈ, হা/২৩১, সুনানু ইবন মাজাহ, হা/১০৭৯।

[২৭] যঈফ: মুসনাদু আহমাদ হা/২২০৭৫, ২৭৩৬৪, আল-মু‘জামূল কাবীর হা/১৫৬, ২৩৩ ও ৪৭৯, আল-মু‘জামূল আউসাত হা/৭৯৫৬, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/৩০৪৩৮।

﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾

“নিশ্চয় আমি পরিত্যাগ করেছি এমন সম্প্রদায়ের ধর্মকে যারা আল্লাহর উপরে ঈমান আনেনি।[২৮]”

কারণ তিনি মূলত তাদের কুফুরীকে (অস্বীকার করে) পরিত্যাগ করেছেন।

أقوال أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য নির্ণয়ে আলেমগণের মতামত

وقال منهم: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم مضمومًا إلى الآخر، فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم.

১৯। হাদীছের ইমামগণ আরো বলেছেন: ঈমান ও ইসলাম যখন এ দু'টি নাম একটি অপরটির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় তখন ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজের সমষ্টি। আর ইসলাম হচ্ছে এমন কাজের নাম যা করণীয় হিসেবে মানুষের উপরে ফরয করা হয়েছে। সুতরাং যখন কোথাও 'মুমিনগণ' ও 'মুসলিমগণ' উভয়টি বলা হবে, তখন শব্দদ্বয়ের অর্থগত দিক থেকে একটির উদ্দেশ্য অন্যটির থেকে আলাদা হবে। আর যদি কোনো একটি এককভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন তার একটিতেই সকল অর্থ শামিল-অন্তর্ভুক্ত হবে।

وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحد، قال عز وجل: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥] فلو أن الإيمان غيره لم يقبل

[২৮] সূরা ইউসুফ: ৩৭।

منه، وقال: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥ - ٣٦]

আর আলেমগণের অনেকেই [২৯] বলেছেন: ইসলাম ও ঈমান একই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করবে, তার কাছ থেকে কখনোই তা গ্রহণ করা হবে না।[৩০]"

যদি ঈমান ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু হয়, তবে তাও তো গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾

"সুতরাং সেখানে যে সকল মুমিন ছিল, আমি তাদেরকে বের করে নিয়ে আসলাম। তবে আমরা সেখানে একটি ঘর ব্যতীত অন্য কোনো মুসলিম পাইনি।[৩১]"

ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤] وقال: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا۟ قُل لَّا تَمُنُّوا۟ عَلَىَّ إِسْلَٰمَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ﴾ [الحجرات: ١٧] وهذا أيضًا دليل لمن قال هما واحد.

[২৯] এর মধ্যে রয়েছে: মুহাম্মাদ ইবন নাছ্বর আল-মারওয়াযী, সুফইয়ান ছাওরী, বুখারী, মুযানী এবং ইবন 'আব্দিল বার প্রমূখ।

[৩০] সূরা আলে ইমরান: ৮৫।

[৩১] সূরা আয-যারিয়াত: ৩৫-৩৬।

আহলুল ইলমের অনেকে আবার এই মত গ্রহণ করেছেন যে, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ, তাঁর কাছে নত হওয়া এবং তাঁর হুকুমের আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, যে ব্যপারে উক্ত ব্যক্তি ঈমান রাখে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿قَالَتِ ٱلۡأَعۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قُل لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡۖ﴾

"বেদুইনরা বলল: আমরা ঈমান আনলাম। বলুন: তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল: আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। কেননা ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।[৩২]" তিনি আরো বলেন:

﴿يَمُنُّونَ عَلَيۡكَ أَنۡ أَسۡلَمُواْۖ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسۡلَٰمَكُمۖ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيۡكُمۡ أَنۡ هَدَىٰكُمۡ لِلۡإِيمَٰنِ﴾

"তারা মনে করে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে। বলুন: তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করনি। বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি হিদায়াত দিয়ে ধন্য করেছেন।[৩৩]"

الشفاعة والحوض والمعاد والحساب

শাফা'আত, হাউয, আখিরাতে প্রত্যাবর্তন এবং হিসাব

ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وأن الشفاعة حق، والحوض حق، والمعاد حق، والحساب حق.

২০। হাদীছের ইমামগণ আরো বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শাফা'আতকারীদের শাফা'আতের ভিত্তিতে আহলুত তাওহীদের (তাওহীদের অনুসারীদের) মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠীকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। আর

---

[৩২] সূরা হুজুরাত: ১৪।
[৩৩] সূরা হুজুরাত: ১৭।

(এজন্যই) শাফা'আত সত্য, হাউয সত্য, আখিরাতে প্রত্যাবর্তন সত্য এবং হিসাবও সত্য।

ترك الشهادة لأحد من الموحدين بالجنة أو النار

তাওহীদে বিশ্বাসী কারো জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নামের সাক্ষ্য না দেয়া

ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن علم ذلك يغيب عنهم، لا يدرون على ماذا الموت؟ أعلى الإسلام؟ أم على الكفر؟ ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام، فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ [البينة: ٧] ولم يذكر عنهم ذنبا ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ جَزَآؤُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٍ﴾ [البينة: ٧ - ٨] ومن شهد له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعينه وصح له ذلك عنه، فإنهم يشهدون له بذلك، اتباعا لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتصديقا لقوله.

২১। তারা মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত কারো ব্যাপারে এ কথার নিশ্চয়তা দেন না যে, তিনি জান্নাতী অথবা জাহান্নামী। কেননা এ ব্যাপারের (নিশ্চিত) জ্ঞান তাদের কাছে অনুপস্থিত। তারা জানেন না যে, কোন অবস্থার উপরে মৃত্যু হয়েছে। সেটা কি ইসলামের উপর নাকি কুফরের উপর? বরং তারা এভাবে বলেন: যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের উপর থেকে পাপাচার, প্রবৃত্তি ও কাবীরা গুণাহ থেকে দূরে থাকা অবস্থায় মারা যায়, তবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে।[৩৪]”

এখানে আল্লাহ তা‘আলা তাদের গুণাহের ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি বলেছেন,

﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ جَزَآؤُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ﴾

“আর তারাই হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে উত্তম। তাদের পুরষ্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে, (তা হচ্ছে) স্থায়ী জান্নাত।[৩৫]”

আর যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্টভাবে (জান্নাত বা জাহান্নামের) সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং তা বিশুদ্ধভাবে তার থেকে প্রমাণিত হয়েছে, আয়িম্মাতুল হাদীছ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও তাঁর কথাকে বিশ্বাস করার কারণে উক্ত ব্যক্তির জন্যও অনুরূপ সাক্ষ্য দেন।

عذاب القبر

কবরের আযাব

ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء، وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۖ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦] فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب، بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا،

[৩৪] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ০৭।
[৩৫] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ০৭-০৮।

২২। হাদীছের ইমামগণ আরো বলেন, নিশ্চয় কবরের আযাব সত্য। শাস্তির উপযুক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা হলে শাস্তি দিবেন আবার ইচ্ছা হলে তিনি তাকে ক্ষমাও করে দিবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ﴾

"সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে, (তখন বলা হবে) ফির'আউনের বংশধরদেরকে কঠোর আযাবে প্রবেশ করাও।[৩৬]"

সুতরাং দুনিয়া যতদিন স্থায়ী থাকবে তাদের জন্য সকাল সন্ধায় আযাব সাব্যস্ত হল, তবে এ দু'য়ের (সকাল ও সন্ধার) মধ্যবর্তী সময়গুলোতে নয়। এরপর যখন ক্বিয়ামাত ক্বায়েম হবে, তখন তাদেরকে আরো কঠোর আযাব দেয়া হবে এক্ষেত্রে দুনিয়ায় যে আযাব ভোগ করত তার কোন কমতি করা হবে না।

وقال: ﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا﴾ [طه: ١٢٤] يعني قبل فناء الدنيا، لقوله بعد ذلك: ﴿وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ﴾ [طه: ١٢٤] بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت، قبل الحشر.

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا﴾

---

[৩৬] সূরা মুমিন/গাফির: ৪৬।

“যে ব্যক্তি আমার যিকর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, নিশ্চয় আমি তার জীবনকে সংকীর্ণ করে দেব।[৩৭]”

অর্থ্যাৎ দুনিয়া ধংসের আগেই। কেননা এর পরেই আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ﴾

“এবং আমি তাকে ক্বিয়ামাতের দিনে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।[৩৮]”

আল্লাহ তা‘আলা এখানে স্পষ্ট করেছেন যে, সংকীর্ণ জীবন ক্বিয়ামাতের আগেই হবে। কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান-নাসারা, মুশরিকরা সুখ-স্বাচ্ছন্দেই জীবন যাপন করছে, তাই বোঝা যাচ্ছে যে, এই আয়াতে যা বলা হয়েছে তা দ্বারা দুনিয়ার জীবনকে উদ্দেশ্য করা হয়নি; কারণ মুশরিকরা এখানে রিযিকের সচ্ছলতার মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে হাশরের আগে ও মৃত্যুর পরের জীবন।

سؤال منكر ونكير

মুনকার ও নাকীরের সুওয়াল-প্রশ্ন

ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مع قول الله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَۚ وَيَفۡعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧] وما ورد تفسيره عن النبي.

২৩। হাদীছের ইমামগণ আরো ঈমান রাখেন মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের উপর, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সব খবর সাব্যস্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে, যার সাথে রয়েছে আল্লাহর বাণী,

[৩৭] সূরা ত্বহা: ১২৪।
[৩৮] সূরা ত্বহা: ১২৪।

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَۚ وَيَفۡعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾

“যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় কথার মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং আল্লাহ জালিমদেরকে বিভ্রান্তিতে রেখে দিবেন। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।[৩৯]”

এবং (আরো রয়েছে) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত যে তাফসীর বর্ণিত হয়েছে।

ترك الخصومات والمراء في الدين

দীনের ব্যাপারে বিবাদ ও বিতর্ক পরিহার করা

ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقول الله عز وجل: ﴿مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [غافر: ٤] يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم.

২৪। হাদীছের ইমামগণ কুরআন ও (দীনের) অন্যান্য বিষয়ে তারা ঝগড়া বিবাদ ও বিতর্ক করা পরিত্যাগ করার মত পোষণ করেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾

“আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে শুধুমাত্র যারা কুফুরী করেছে তারাই বিতর্কে লিপ্ত হয়।[৪০]”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করার জন্য বিতর্ক করে। আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[৩৯] সূরা ইবরাহিম: ২৭।
[৪০] সূরা মুমিন/গাফির: ০৪।

خلافة الخلفاء الراشدين

খুলাফায়ে রাশিদীনের খিলাফাত

ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بيعة من بايع من البدريين عمّار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقه وفضله.

২৫। হাদীছের ইমামগণ ছাহাবীদের নির্বাচনের ভিত্তিতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফাতকে সাব্যস্ত করেন। এরপর আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর খলীফা নিযুক্তির ভিত্তিতে ‘উমার রদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফাতকে সাব্যস্ত করেন। এরপর ‘উমার রদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর আদেশ অনুযায়ী আহলুশ-শূরা ও সমস্ত মুসলিমদের ঐক্যমতে ‘উছমান রদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফাতকে তারা সাব্যস্ত করেন। এরপর (তারা সাব্যস্ত করেন) ‘আলী ইবন আবূ তালেব রদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফাতকে, (যা ছিল) বদরী ছাহাবীদের মধ্য থেকে ‘আম্মার ইবন ইয়াসার এবং সাহল ইবন হুনাইফ ও তাদের অনুগামী অন্যান্য সকল ছাহাবীদের বাই‘আত, ইসলামে তার অগ্রগামীতা এবং তার মর্যাদার ভিত্তিতে।

المفاضلة بين الصحابة

ছাহাবীদের মধ্যে মর্যাদার তুলনা

ويقولون بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم، لقوله: {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: ١٨] وقوله: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ} [التوبة: ١٠٠]

ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم يتنقصهم لم يأت بالإحسان، فلا مدخل له في ذلك.

২৬। হাদীছের ইমামগণ ছাহাবীদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্যের মত পোষণ করেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করছিল।[৪১]"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ﴾

"আর মুহাজির ও আনছারদের মধ্য হতে যারা প্রথম-অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে ইহসানের সাথে অনুসরণ করেছে, তাদের উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন।[৪২]"

আর যাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি সাব্যস্ত হয়েছে, তাদের থেকে এরপরে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে আবশ্যক করে এমন কোনো বস্তু তাদের থেকে প্রকাশ পাবে না। কিন্তু এই মর্যাদা তাদের অনুসরণকারী তথা তাবে'ঈদের জন্য 'ইহসান' এর শর্ত ছাড়া প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং তাদের পরবর্তীদের মধ্য হতে যারা তাদেরকে 'ইহসান' ছাড়া অনুসরণ করেছে তাদের মর্যাদা কমে যাবে। তার জন্য এটি প্রযোজ্য হবে না।

---

[৪১] সূরা আল-ফাতহ: ১৮।
[৪২] সূরা আত-তাওবাহ: ১০০।

قولهم فيمن يبغض الصحابة

যে ব্যক্তি ছাহাবীদেরকে অপছন্দ করে তার ব্যাপারে মতামত

ومن غاظه مكانُهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل: ﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى قوله ﴿ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ ﴾ [الفتح: ٢٩] فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين.

২৭। আল্লাহর নিকটে তাদের অবস্থান যাকে রাগান্বিত করবে, সে এমন এক ভয়ঙ্কর বিষয়ে জড়িত, যার থেকে ভয়ঙ্কর অন্য কিছু নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ ﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, যারা তার সাথে রয়েছে"[৪৩] এখান থেকে আল্লাহর বাণী,

﴿ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ ﴾

"আর ইনজিলে রয়েছে তাদের উদাহরণ এমন একটি চারাগাছের ন্যায়, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অর্ন্তজ্বালা সৃষ্টি করেন।[৪৪]"

---

[৪৩] সূরা আল-ফাতহ: ২৯।
[৪৪] সূরা আল-ফাতহ: ২৯।

সুতরাং আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ছাহাবীদেরকে কাফিরদের অন্তর্জ্বালার কারণ করে দিয়েছেন।

وقالوا بخلافتهم، لقول الله عز وجل: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ [النور: ٥٥] فخاطب بقوله ﴿مِنكُمۡ﴾ من ولد الآن وهو مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على دينه، فقال بعد ذلك: ﴿لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ﴾ [النور: ٥٥] فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو.

এবং তারা তাদের খিলাফাতের ব্যাপারে বলেন, যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ﴾

“যারা তোমাদের মধ্য হতে ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা করেছেন।[৪৫]” এখানে “তোমাদের মধ্য হতে” শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে সম্বোধন করেছেন যারা ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছে এবং নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর দীনের উপরে রয়েছে। সুতরাং তারপরে আল্লাহ বলেছেন:

﴿لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ﴾

---

[৪৫] সূরা নূর: ৫৫।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে যমীনে খিলাফাত দান করবেন, যেমনভাবে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খিলাফাত দেয়া হয়েছিল। তাদের জন্য যা তিনি মনোনীত করেছেন সেই দীনকে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন এবং তাদের ভীতির পরে (ভয়কে) নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কাউকে শিরক করবে না।[৪৬]"

সুতরাং আবূ বকর, 'উমার ও 'উছমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের মাধ্যমে আল্লাহ দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত/শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহর ওয়াদার কারণে তারা নিরাপদ, তারা যুদ্ধ করেছেন, তাদের সাথে কেউ যুদ্ধ করেনি (যুদ্ধের সাহস দেখায়নি)। তারা শত্রুদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করেছেন। কিন্তু শত্রুরা তাদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করতে পারেনি।

وقال عز وجل للذين تخلفوا عن نبيه في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله: ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنۡهُمۡ فَٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدٗا وَلَن تُقَٰتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّاۖ إِنَّكُمۡ رَضِيتُم بِٱلۡقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٖ فَٱقۡعُدُواْ مَعَ ٱلۡخَٰلِفِينَ ﴾ [التوبة: ٨٣]

আল্লাহ তা'আলা যারা তাঁর নাবী [ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়সাল্লাম] থেকে পিছনে থেকে গিয়েছিল ঐ যুদ্ধে, যে যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন, তাদের ব্যাপারে বলেছেন:

﴿فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٖ مِّنۡهُمۡ فَٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدٗا وَلَن تُقَٰتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّاۖ إِنَّكُمۡ رَضِيتُم بِٱلۡقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٖ فَٱقۡعُدُواْ مَعَ ٱلۡخَٰلِفِينَ ﴾

"সুতরাং যদি আল্লাহ তোমাকে তাদের মধ্যকার কোন একটি দলের কাছে ফিরিয়ে আনেন, তখন তারা তোমার কাছে যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য অনুমতি চাইবে। তখন তুমি বল: তোমরা কখনোই আমার সাথে বের হবে না, আর আমার সাথে থেকে শত্রুর সাথে লড়াই ও করবে না। তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলে, সুতরাং এখনো বিরোধিতাকারীদের সাথেই বসে থাক।[৪৭]"

---

[৪৬] সূরা নূর: ৫৫।
[৪৭] সূরা আত-তাওবাহ: ৮৩।

فلما لقوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسألونه الإذن في الخروج للعدو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: ﴿سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الفتح: ١٥]

সুতরাং যখন তারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং শত্রুর বিরুদ্ধে (যুদ্ধে) বের হওয়ার জন্য অনুমতি চাইল, তখন তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন না।

এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন,

﴿سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

“অচিরেই তোমরা যখন গণীমত লাভের জন্য যাবে, তখন পিছিয়ে থাকা ঐ লোকরা বলবে: আমাদেরকে তোমাদের অনুসরণ করতে দাও। এরা আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করতে চায়। তখন তুমি বল: তোমরা কখনোই আমাদের অনুসরণ করবে না, ইতোমধ্যেই আল্লাহ অনুরূপ বলে দিয়েছেন। তখন তারা বলবে: বরং তোমরা আমাদের সাথে হিংসা করছ। বরং তারা অল্প ছাড়া আর কিছুই অনুধাবন করতে পারে না।[৪৮]”

وقال لهم: ﴿قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَـٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا۟ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ١٦] والذين كانوا في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما

[৪৮] সূরা আল-ফাতহ: ১৫।

أوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم، إيذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا أثبتت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة.

আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে আরো বলেন:

﴿قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

“ঐ সব পিছিয়ে পড়া লোকদের বল: অচিরেই তোমাদেরকে অত্যন্ত শক্তিশালী যোদ্ধা এক জাতীর সাথে লড়াইয়ের জন্য আহবান করা হবে। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। অতপর তোমরা যদি আনুগত্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি ইতোপূর্বে যেমনটি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে, তেমনই মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সম্মুখীন করবেন।[৪৯]”

যারা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে জীবিত ছিল, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই এটা বলা হয়েছে; যেহেতু তারা (যুদ্ধ হতে) পিছিয়ে ছিল। এবং তাদের মধ্য হতে অনেকে আবূ বকর, উমার, 'উছমান রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুমের সময়েও জীবিত ছিলেন, যাতে করে তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের প্রতিদান আবশ্যক হয়ে যায়। এবং তাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাদের জন্য কঠোর আযাব ধার্য হয়ে যায়। (আর এটা হচ্ছে) তাদের খিলাফাতের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে (ইঙ্গিতমূলক) ঘোষণা। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হোন এবং তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা তৈরী না করুন।

সুতরাং তাদের একজনের খিলাফাত যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন সেই ধারাবাহিকতায় চারজনের খিলাফাতও প্রমাণিত হল।

---

[৪৯] সূরা আল-ফাতহ: ১৬।

[الجمعة خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا]

সৎকর্মশীল বা পাপাচারী সকল মুসলিম ইমামের পিছনে জুমু‘আর ছ্বলাত আদায় করা

ويرون الصلاة –الجمعة وغيرها– خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثن وقتا دون وقت، ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر.

২৮। হাদীছের ইমামগণ আরো মত পোষণ করেন যে, জুমু‘আহ ও অন্যান্য (ছ্বলাত) সৎকর্মশীল হোক বা পাপাচারী সকল মুসলিম ইমামের পিছনে তা আদায় করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা জুমু‘আহকে ফরয করেছেন এবং তা সাধারণ ফরয হিসেবে আদায়ের ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন, এটা জানা সত্ত্বেও যে, ক্ষমতা পরিচালনাকারীগণের মধ্যে পাপী ও ফাসিক শ্রেণির মানুষ থাকবে, কিন্তু তিনি কোন সময়কে অন্য সময় থেকে আলাদাও করেননি আবার জুমু‘আর আযানের আদেশকে অন্য আদেশ থেকে আলাদাও করেননি।

الجهاد مع الأئمة وإن كانوا جورة

রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে থেকে জিহাদ করার আবশ্যকতা যদিও তারা অত্যাচারী হয়

ويرون جهاد الكفار معهم، وإن كانوا جورة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ولا القتال في الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل، إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك.

২৯। হাদীছের ইমামগণ আরো মত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে থেকেই জিহাদ করতে হবে, যদিও তারা অত্যাচারী হোক না কেন।

অনুরূপভাবে হাদীছের ইমামগণ শাসকদের মঙ্গল ও ন্যায়ের প্রতি তাদের নমনীয়তার জন্য দু'আ করেন। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত পোষণ করা হতে বিরত থাকেন এবং ফিতনার সময় লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া থেকেও তারা বিরত থাকেন।

হাদীছের ইমামগণ আরো মত পোষণ করে যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ন্যায়পরায়ণ শাসকের সাথে থেকে লড়াই করতে হবে, যদি তাদের মধ্যে শর্ত পাওয়া যায়।

دار الإسلام

দারুল ইসলাম

ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.

৩০। হাদীছের ইমামগণ যতক্ষণ কোনো দেশে ছ্বলাতের আযান ও ইক্বামাত প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং মুসলিমগণ সেখানে প্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ থাকে, ততক্ষণ সে রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলে। মু'তাযিলাদের মত দারুল কুফর বলে মত প্রকাশ করেন না।

أعمال العباد لا توجب لهم الجنة إلا بفضل الله

আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া বান্দার আমলসমূহ তাদের জন্য জান্নাতকে আবশ্যক করে না

ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة، وإن عمل أي عمل، إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عذر، كما قال الله: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ

﴾[النور: ٢١] ﴿ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴾ [النساء: ٨٣] وقال: ﴿ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ ﴾ [البقرة: ١٠٥]

৩১। হাদীছের ইমামগণ আরো মত পোষণ করেন যে, কোনো ব্যক্তির জন্য জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায় না, যে আমলই সে করুক না কেন, শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত এ দুটির মাধ্যমেই যাকে আল্লাহ চান তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং যদি সে ভালোর জন্য আমল করে এবং সৎ কাজের আনুগত্য লাভ করে থাকে, তবে তা অবশ্যই আল্লাহর এমন অনুগ্রহ, যে অনুগ্রহ যদি তিনি কারো প্রতি না করেন তবে উক্ত ব্যক্তির জন্য কোনো ওযর বা আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো দলীল থাকবে না। যেমনটি আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ أَبَدٗا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُۗ ﴾

“যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তবে তোমাদের মধ্যে কখনো কেউই পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ যাকে খুশি পবিত্র করেন।[৫০]” আল্লাহ তা‘আলা আরো,

﴿ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴾

“যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তাহলে সামান্য কিছু সংখ্যক ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে।[৫১]” তিনি আরো বলেন,

﴿ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ ﴾

“আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমত দ্বারা বিশেষিত করেন।[৫২]”

---

[৫০] সূরা আন-নূর: ২১।
[৫১] সূরা আন-নিসা: ৮৩।
[৫২] সূরা আল-বাক্বারা: ১০৫।

تقدير الآجال

অন্তিম সময় নির্ধারণ

ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له كما قال الله عز وجل: ﴿قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾

৩২। হাদীছের ইমামগণ আরো বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবিত সৃষ্টিকুলের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন যেখানে সে উপনীত হবেই। সুতরাং যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তা এক মুহূর্তও আগ-পিছ হবে না। যদিও সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবুও সে ঐ সময়ে তার জন্য নির্দিষ্ট অন্তিম মুহূর্তেই শেষ করবে। যেমন আল্লাহর বাণী,

﴿قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾

"বল, যদিও তোমরা তোমাদের বাড়ীতে অবস্থান করতে, তবুও যাদের জন্য নিহত হওয়া নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তারা অবশ্যই তাদের মৃত্যুস্থলের দিকে বের হয়েই যেত।[৫৩]"

---

[৫৩] সূরা আলে-ইমরান: ১৫৪।

الرازق الله

রিযিকদাতা আল্লাহই

وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به.

৩৩। হাদীছের ইমামগণ আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবিত সৃষ্টিকে খাদ্য সংক্রান্ত রিযিকের ব্যবস্থা করেন, যার উপরে জীবন টিকে থাকা নির্ভরশীল। এটা আল্লাহর যিম্মাদারিতে রয়েছে, তাদের জন্য যাদেরকে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনিই রিযিক দেন হালাল অথবা হারাম থেকে। অনুরূপভাবে তিনি জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা সংক্রান্ত রিযিকেরও ব্যবস্থা করেন।

الله خالق الشياطين ووساوسهم

শয়তান ও তাদের ওয়াসওয়াসার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ

ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان.

৩৪। হাদীছের ইমামগণ আরো ঈমান রাখেন যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন শয়তানদেরকে, যারা মানুষের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেয়, ধোঁকা দেয় এবং প্রবঞ্চিত করে। আর শয়তান মানুষকে মোহাবিষ্ট করে।

السحر والسحرة

যাদু ও যাদুকর

وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر واستعماله كفر من فاعله، معتقدا له، نافعا ضارا بغير إذن الله.

৩৫। হাদীছের ইমামগণ আরো ঈমান রাখেন যে, দুনিয়াতে যাদু ও যাদুকরের অস্তিত্ব রয়েছে। যাদু ও যাদুর ব্যবহার তার সম্পাদনকারীর জন্য কুফুরী, যদি সে বিশ্বাসকারী হয় যে, যাদু আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই উপকারী বা ক্ষতিকারক।

مجانبة البدعة

বিদ‘আত হতে দূরে থাকা

ويرون مجانبة البدعة والآثام، والفخر، والتكبر، والعجب، والخيانة، والدغل، والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم.

৩৬। হাদীছের ইমামগণ বিদ‘আত, পাপাচার, গর্ব, অহংকার, দাম্ভিকতা, খিয়ানত, ত্রুটি অন্বেষণ ও কুৎসা রটনা করা থেকে দূরে থাকার মত পোষণ করেন। তারা আরো মত পোষণ করেন যে, মানুষকে কষ্ট দেওয়া ও গীবত থেকেও দূরে থাকতে হবে, যদি না কোনো ব্যক্তি থেকে বিদ‘আত প্রকাশিত হয় এবং সে ঐ বিদ‘আতের পথে মানুষকে আহবানকারী হয়। এরূপ (বিদ‘আতী) ব্যক্তির ব্যাপারে কথা বলা তাদের নিকটে গীবত হিসাবে ধর্তব্য নয়।

تعلم العلم

ইলম শিক্ষা করা

ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع سنن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجمعها والتفقه فيها، وطلب آثار الصحابة.

৩৭। হাদীছের ইমামগণ আরো মত পোষণ করেন যে, ইলম শিক্ষা ও তা অন্বেষণ করা তার প্রকৃত স্থান থেকে করতে হবে। কুরআন, কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞান, কুরআনের তাফসীর শিক্ষা করা, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সমূহ শ্রবণ করা, সেগুলো জমা করা, সেগুলোর ফিক্বহ তথা গভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং ছাহাবীদের আছার অনুসন্ধানে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

الكف عن الصحابة

ছাহাবীদের বিষয়ে [৫৪] নিরব থাকা

والكف عن الوقيعة فيهم، وتأول القبيح عليهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عزّ وجل.

৩৮। হাদীছের ইমামগণ আরো বিশ্বাস করেন যে, ছাহাবীদের মাঝে ঘটে যাওয়া অনাকাংখিত ঘটনাগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দনীয় বিষয় চাপিয়ে দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে। তা’ওয়ীল বা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাদের মাঝে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপারগুলো তারা আল্লাহ তা‘আলার দিকেই সোপর্দ করেন।

---

[৫৪] অর্থ্যাৎ: ছাহাবীদের কোন রকম দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা থেকে দূরে থাকা।

لزوم الجماعة

জামা‘আতের বাধ্যবাধকতা

مع لزوم الجماعة، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس، والسعي في عمل الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم.

৩৯। হাদীছের ইমামগণ আল-জামা‘আহ বা মুসলিমদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকাকে (আলাদা দল তৈরী না করাকে) নিজেদের ওপর আবশ্যক করে নেন। খানা-পিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের স্বচ্ছতার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকেন। তারা ভালো কাজে দ্রুত অগ্রসর থাকেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে ধাবিত থাকেন। অজ্ঞদের জ্ঞান দেয়া, তাদের কাছে হক্ব বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত তাদেরকে এড়িয়ে চলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তারপর সত্য স্পষ্ট বর্ণনা করার পর, তাদের মাঝে ও তাদের পক্ষ হতে ওযর পেশ করার সুযোগ নিঃশেষ হওয়ার পরে তাদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা ও তাদের জন্য শাস্তির বিধান প্রয়োগ করার পক্ষে হাদীছের ইমামগণ মত প্রদান করেন।

وجوب لزوم مذهب أهل الحديث الفرقة الناجية

ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল- আহলুল হাদীছ মাযহাবের সঙ্গে থাকা আবশ্যকতা

هذا أصل الدين والمذهب، اعتقاد أئمة أهل الحديث، الذين لم تشنهم بدعة، ولم تلبسهم فتنة، ولم يخفوا إلى مكروه في دين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه.

৪০। এটা দীন ও মাযহাবের মূল। আহলুল হাদীছের ইমামগণের ই‘তিক্বাদ-আক্বীদা-বিশ্বাসসমূহ। বিদ‘আত যাদেরকে আক্রমণ করেনি। ফিতনাও গ্রাস

করেনি। দীনের কোনো অপছন্দনীয় কাজেও তারা অগ্রসর হয়নি। এভাবে তারা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধরেছে এবং তারা সেখান থেকে বিভক্তও হয়নি।

واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة، فقال عزّ وجلّ لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]

আর তোমরা জেনে রেখ! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভালোবাসা ও ক্ষমাকে নিজ কিতাবে আবশ্যক করেছেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের জন্য। তাদেরকে ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ (মুক্তিপ্রাপ্ত দল) ও অনুসরণকারী জামা'আত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহকে ক্ষমা করে দেবেন।[৫৫]"

نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته.

আল্লাহ আমাদের ও তোমাদেরকে ইলমের দ্বারা উপকৃত করুন, তাঁর রহমত ও অনুগ্রহে ভ্রষ্টতা ও বক্রতা থেকে তাক্বওয়ার দ্বারা রক্ষা করুন।

---

[৫৫] সূরা আলে ইমরান: ৩১।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা

-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৩. উসূলুস সুন্নাহ

-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. শারহুস সুন্নাহ

-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৫. লুম'আতুল ই'তিক্বদ

-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৬. কিতাবুল ঈমান

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৭. কিতাবুত তাওহীদ

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৮. আক্বীদাতুত তাওহীদ

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৯. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১০. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১১. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১২. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৩. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৪. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৫. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৭. নাবী-রসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৮. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

১৯. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২১. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২২. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৩. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৪. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৫. এক নজরে ছ্বলাত

-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৬. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৭. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৮. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৯. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩০. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩১. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বইসমূহ

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৫. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৬. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৭. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৮. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

১০. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১১. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১২. আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]